পৌরসভা নির্বাচন ২০১৫ ঃ অধিকার এর প্রতিবেদন

ভূমিকা

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি *অধিকার* নির্বাচন এবং নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে এর সাংগঠনিক কর্মকা-ের অংশ হিসেবে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সংগঠনটি জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবেও *অধিকার* সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং এই কাজের ধারাবাহিকতায় এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস্ (এনফ্রেল) সহ আঞ্চলিক নির্বাচন ও গণতন্ত্র বিষয়ক প্রচারণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। *অধিকার* স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জোরদার এবং ক্ষমতাবান করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করে এবং সেই লক্ষ্যেই পৌরসভা নির্বাচন ২০১৫ অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরে। *অধিকার* শুধুমাত্র নির্বাচনের পদ্ধতিগত দিক পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং নির্বাচনের সময় ভোটারদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করে।

দলীয় প্রতীকে পৌরসভা নির্বাচনের বিধান

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালের জানুয়ারিতে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ায় ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আমলে আরেকটি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া। নাগরিক সমাজ ও জনগণের মধ্যে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে আপত্তি এবং সংশয় থাকার পরও ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। দলীয় প্রতীকে পৌরসভা নির্বাচনের বিধান রেখে ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর স্থানীয় সরকার আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি এবং ৩ নভেম্বর তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। ৯ নভেম্বর মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, দলীয়ভাবে আসন্ন পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হবে।[১] দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অধ্যাদেশ জারির পর আচরণ সংক্রান্ত বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করে ৫ নভেম্বর সেটা নির্বাচন কমিশন আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পাঠায়।[২] গত ২২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দলীয় প্রতীকে মেয়র পদে পৌরসভা নির্বাচন ও চেয়ারম্যান পদে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিধান রেখে তিনটি বিল পাস হয়।[৩]

[১] প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর ২০১৫ ও মানবজমিন, ১২ নভেম্বর ২০১৫
[২] প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৫
[৩] ডেইলি স্টার, ২৩ নভেম্বর ২০১৫

নির্বাচনী প্রচারণা

নির্বাচনী প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর কর্মসূচি ও নীতি সম্পর্কে ভোটারদের জ্ঞানদান করা। নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের সভা-সমাবেশ, মিছিল ও ক্যাম্পেইণ পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও বিরোধীদল বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিভিন্ন পৌর এলাকায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রচারণার সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত আচরণবিধিতে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ওপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ভোটগ্রহণ আরম্ভের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে সমস্ত প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত করা হয়। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কোন প্রচারণা বা প্রচারাভিযান বা নির্বাচনী উপাদান বিতরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পর্যবেক্ষণকালে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন; যেমন দেয়ালে পোস্টার সাঁটানো, প্রতিপক্ষের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, দেয়ালে ছবি লাগানো, ব্যানার ও একাধিক নির্বাচনী ক্যাম্প ব্যবহার করতে দেখা গেছে। উপরন্তু, নির্বাচনী প্রচারণা বিষয়ক উপকরণও নির্বাচনের দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে পাওয়া গেছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় সংঘর্ষ ও নির্বাচনী জালিয়াতির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন পৌরসভায়। নির্বাচনের দিন ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রযোগ করতে পারেন, সে জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু বর্তমান কমিশন তা নিশ্চিত করতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের কর্মী-সমর্থকদের ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টেদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন কারচুপি ও নির্বাচনী সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি কিছু কিছু পৌরসভায় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিচালনা করার ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা গেছে।

নির্বাচনী তফসিল ও সংশিস্নষ্ট তথ্য

দলীয় প্রতীকে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিকদল, নাগরিক সমাজসহ জনগণের কোন মতামতের তোয়াক্কা না করেই ২৪ নভেম্বর মোট ৩১৯টি পৌরসভার মধ্যে ২৩৪টি পৌরসভায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।[৪] এই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৭২,৭২,৬০৩। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩৬,৩৯,০৬৭ এবং নারী ভোটার সংখ্যা ৩৬,৩৩,৫৩৬। মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ৩৫৮২টি এবং ভোটকক্ষ ছিল ১৯,১৮৭টি।[৫] আওয়ামী লীগ মনোনীত ২২৭ জন মেয়র প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে, বিএনপি মনোনীত ২২৩ জন মেয়র প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে, অন্যান্য দল ২০৩টি বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে এবং ২৮৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী (এর মধ্যে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ৯৮ জন, বিএনপি'র বিদ্রোহী প্রার্থী ৩৮ জন এবং নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন বাতিল হওয়ার কারণে জামায়েতে ইসলামীর ৩৬ জন) এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৬] নির্বাচনের আগেই ৭টি পৌরসভায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এদের অনেকের বিরুদ্ধেই বিরোধীদলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেয়ার এবং বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে।

[৪] প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ২০১৫
[৫] নয়াদিগন্ত, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫
[৬] প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

নির্বাচন কমিশনে একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও *অধিকার* কে ২০১৫ এর পৌরসভা নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে অনুমতি দেয়নি নির্বাচন কমিশন। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে ৫০টি পৌরসভায় ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে *অধিকার* ২৬ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সচিব বরাবর আবেদন করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না জানিয়ে নিশ্চুপ থাকে। এরই প্রেক্ষিতে গত ২৭ ডিসেম্বর *অধিকার* এর পক্ষ থেকে নির্বচন কমিশনের সচিবকে চিঠি দিয়ে লিখিতভাবে এই ব্যাপারে জানাতে অনুরোধ করলেও নির্বাচন কমিশন কিছু জানায়নি। *অধিকার* কে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দিলেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মধ্যে যাঁরা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে ৪৮টি পৌরসভায় নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরে ও ভেতরের সার্বিক অবস্থা এবং সহিংস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পৌরসভা বাছাই

পূর্ব অভিজ্ঞতা, নির্বাচন পদ্ধতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অতীত রেকর্ড এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পৌরসভাগুলোর বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে *অধিকার* নিম্নলিখিত পৌরসভাগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারণ করে:

বিভাগের নাম	জেলার নাম	পৌরসভার নাম
রংপুর	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় পৌরসভা
	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ পৌরসভা
		ঠাকুরগাঁও পৌরসভা
	দিনাজপুর	দিনাজপুর পৌরসভা
		ফুলবাড়ী পৌরসভা
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট পৌরসভা
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম পৌরসভা
		উলিপুর পৌরসভা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ পৌরসভা
	সিলেট	গোলাপগঞ্জ পৌরসভা
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার পৌরসভা
ঢাকা	ময়মনসিংহ	ফুলপুর পৌরসভা
		ত্রিশাল পৌরসভা
		ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা
	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর পৌরসভা
		ভূঞাপুর পৌরসভা
		টাঙ্গাইল পৌরসভা
	গাজীপুর	শ্রীপুর পৌরসভা
	নারায়ণগঞ্জ	তারাবো পৌরসভা

		সোনারগাঁও পৌরসভা
	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা
		মীরকাদিম পৌরসভা
	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ পৌরসভা
		রাজবাড়ী পৌরসভা
	মাদারীপুর	মাদারীপুর পৌরসভা
চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর পৌরসভা
		রামগতি পৌরসভা
	নোয়াখালী	চৌমোহনী পৌরসভা
	চট্টগ্রাম	সন্দীপ পৌরসভা
		চন্দনাইশ পৌরসভা
		রাউজান পৌরসভা
বরিশাল	বরিশাল	বাবুগঞ্জ পৌরসভা
		উজিরপুর পৌরসভা
	ভোলা	ভোলা পৌরসভা
		বোরহানউদ্দিন পৌরসভা
	পটুয়াখালী	কলাপাড়া পৌরসভা
		কুয়াকাটা পৌরসভা
খুলনা	খুলনা	চালনা পৌরসভা
	নড়াইল	নড়াইল পৌরসভা
		কালিয়া পৌরসভা
	যশোর	যশোর পৌরসভা
	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর পৌরসভা
		হরিণাকুন্ডু পৌরসভা
		শৈলকুপা পৌরসভা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া পৌরসভা
রাজশাহী	নওগাঁ	নওগাঁ পৌরসভা
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
	রাজশাহী	কাটাখালী পৌরসভা
		নওহাটা পৌরসভা
	পাবনা	পাবনা পৌরসভা
		ঈশ্বরদী পৌরসভা
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা
		উল্লাপাড়া পৌরসভা
		বেলকুচি পৌরসভা

নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি এবং অনিয়ম

নির্বাচনের আগে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গণগ্রেফতারের নামে বিরোধীদলের অসংখ্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। বহু পৌরসভায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং নির্বাচনের আগে হুমকি দিয়ে তাদের এলাকা ত্যাগ করতে অথবা নির্বাচনে নিষ্ক্রিয়

থাকতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনের দিন অনুপস্থিত রাখতে পারলে বিনা বাধায় এবং দৃশ্যত কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তারা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে ধারণা করে। কয়েকটি ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- গত ১০ ডিসেম্বর নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সভা করে বাড়ি ফেরার পথে বিএনপি নেতা ও কর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায় এবং তাঁদের মোটর সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় দুই জন আহত হন।[৭]
- গত ১৩ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর জনসংযোগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালালে জেলা বিএনপি'র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এবং বিএনপি'র মেয়র প্রার্থী ইরাদত হোসেন মানুসহ ১০ জন আহত হন।[৮]
- গত ২০ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব পৌরসভার নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী নাসিরউদ্দিন আহমদের গণসংযোগে হামলা চালায় ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা। এই ঘটনায় ১৫ জন আহত হন।[৯]
- নির্বাচনের আগের দিন ২৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ৮টায় কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর পৌরসভার নিতারকান্দি বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী ক্ষমতাসীনদলের স্থানীয় সংসদ সদস্য আফজাল হোসেনের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন আশরাফের সমর্থকদের সঙ্গে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী এহেসান কুফিয়ার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় আনোয়ার হোসেন আশরাফের সমর্থকদের হামলায় আজিম, মামুন ও সাদেক নামে তিন বিএনপি কর্মী আহত হন। বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী এহেসান কুফিয়া অভিযোগ করেন, সন্ধ্যার পর নিতারকান্দি বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সশস্ত্র সমর্থকরা হামলা করে নৌকা প্রতীকে সিল মারা শুরু করে। এই খবর পেয়ে তাঁর সমর্থকরা সেখানে গেলে তাঁদের ওপর হামলা করা হয়।[১০]
- নির্বাচনের আগের দিন ২৯ ডিসেম্বর ভোরে মৌলভীবাজার পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি'র ১০ কর্মীকে আটক করে পুলিশ।[১১] টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর পৌরসভা নির্বাচনে নয়টি ভোট কেন্দ্রের পাঁচটিতে একজন করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা হচ্ছেন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের নৈশপ্রহরী মনোয়ার হোসেন, একই কার্যালয়ের এমএলএসএস (পিওন) রতন তালুকদার, বগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী জহিরুল ইসলাম, গড়গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী শাহীন আলম ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা রির্সোস সেন্টারের নৈশপ্রহরী মোহাম্মদ মন্টু মিয়া।[১২] এই সংবাদ প্রকাশিত হলে ঐ দিনই এঁদের নিয়োগ বাতিল করা হয়। এই ব্যাপারে সখীপুরের প্রথম আলোর প্রতিনিধি ইকবাল গফুর (সাংবাদিকতা ছাড়াও একটি কলেজের শিক্ষক) *অধিকারকে* জানান, এই সংবাদ প্রকাশের কারণে তাকে নির্বাচনের

[৭] যুগান্তর, ১২ ডিসেম্বর ২০১৫
[৮] প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫
[৯] মানবজমিন, ২১ ডিসেম্বর ২০১৫
[১০] মানবজমিন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫
[১১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলভীবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১২] প্রথম আলো, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫

আগের দিন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় যাতে তিনি পুরো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে না পারেন।

নির্বাচনী সহিংসতা

দলীয় প্রতীকে এই প্রথমবারের মতো পৌরসভা নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ার শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষ থেকে বিরোধীদল বিএনপি এবং অন্যান্য দল মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দেয়া, হামলা, অপহরণ ও ক্ষমতাসীনদলের মন্ত্রী-এমপিদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ আসতে থাকে। নির্বাচনপূর্ব সহিংসতায় ২ জন নিহত এবং ৬৫৭ জন আহত হন। নির্বাচনের দিন সহিংসতায় ৩ জন নিহত এবং ৪০১ আহত হন। নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় একজন নিহত ও ২৩৪ জন আহত হন।

গণমাধ্যম কর্মীদের বাধা এবং হামলা

পৌরসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের ভোটের খবর সংগ্রহের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি নেয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়।[১৩] নির্বাচন কমিশন থেকে এই ধরনের নির্দেশনা দেয়ার কারণে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছে পুলিশ, প্রিসাইডিং অফিসার, ও ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা। বড় ধরনের অনিয়ম হলেও প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি নেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় অনেক সাংবাদিক ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেননি। ভোট দেয়ার ছবি তোলা ও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের হামলা ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন ১৫ জন সাংবাদিক। ভাংচুর করা হয়েছে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন।

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া পৌরসভার নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অভিযোগে দৈনিক সমকাল ও এটিএন নিউজের রাজশাহী ব্যুরো প্রধান হাবিব সৌরভ ও তাঁর ক্যামেরাম্যান রবিউল ইসলামকে আটক করে পুলিশ। সিরাজগঞ্জে কেন্দ্র দখল করে ভোট দেয়ার ব্যাপারে ছবি তোলায় স্থানীয় দৈনিক যমুনা প্রবাহের সহকারী সম্পাদক নওশাদ আহম্মেদকে মারধর করা হয় এবং তাঁর ক্যামেরা ভাংচুর ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়া হয়। ঠাকুরগাঁও পৌরসভার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কেন্দ্রে নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গেলে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম বিপ্লবের ওপর হামলা করা হয়।[১৪] মৌলভীবাজার পৌরসভার বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের তথ্য ও চিত্র ধারণের সময় এসএটিভি'র সাংবাদিক পান্না দত্ত, সময় টিভি'র অলিউর রহমান ও দৈনিক কালের কণ্ঠের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি আব্দুল হামিদ মাহবুব এবং বাংলানিউজের জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান রাহেলকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান রনির নেতৃত্বে একদল কর্মী লাঞ্ছিত করে।[১৫] ঠাকুরগাঁও পৌরসভার পলিটেকনিক কলেজ কেন্দ্রে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতিনিধি বদরুল ইসলাম বিপ্লব ও যমুনা টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি পার্থ সারথী দাসের ওপর হামলা করে কমিশনার প্রার্থী যুবলীগ নেতা মারুফ হোসেন শান্তর সমর্থকরা। এই সময় তাঁদের

[১৩] যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫
[১৪] যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
[১৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলভীবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বহনকারী মাইক্রোবাসটি ভাঙচুর করা হয়।[১৬] সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে প্রবেশ করায় দৈনিক সংবাদের জেলা প্রতিনিধি লতিফুর রহমান রাজু, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি মাঈদুল রাসেলের ক্যামেরা ভাঙচুর করে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা।[১৭] মুন্সীগঞ্জ জেলার মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ও মীরকাদিম পৌরসভার নির্বাচনের খবর সংগ্রহের জন্য রিটানিং অফিসার জাতীয় দৈনিক মানবজমিন ও নয়া দিগন্তের স্থানীয় প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ কার্ড দেয়নি। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গেলে দৈনিক সকালের খবরের জেলা প্রতিনিধি ও *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আরাফাতুজ্জামান বাবুকে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী ফয়সাল আহমেদ বিপ্লবের সমর্থকরা পিস্তল দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।[১৮] ১৩ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভার পুনঃভোটগ্রহণে মাধবদী মহাবিদ্যালয় কেন্দ্র দখলের পর ব্যালটে অবাধে সিল মারার ছবি তুলতে গেলে নৌকার ব্যাজ লাগানো একদল যুবক প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক আবদুস সালামকে লাঞ্ছিত করে এবং তাঁর ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ছবি মুছে ফেলে।[১৯]

সুনামগঞ্জে সাংবাদিকদের ওপর হামলার পর সাংবাদিকদের কর্মবিরতি। ছবি- সংগৃহীত

নির্বাচনের দিন

ব্যাপকভাবে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ৩০ ডিসেম্বর পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে সংঘর্ষ ও অনিয়মের ঘটনায় ১৯টি পৌরসভার ৫০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। এরমধ্যে ১৮টি পৌরসভার ৩৮টি এবং নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভার সবকটি কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হয়।[২০] বহু পৌরসভায় ভোটকেন্দ্রের বাইরে থেকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে মনে হলেও ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা বিনা বাধায় নিজেরা দলবেঁধে লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের দলীয় প্রতীকে জাল ভোট দেন এবং সাধারণ ভোটারদের প্রকাশ্যে তাঁদের প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করেন। ভোটের দিন বহু

[১৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনামগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
[১৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৯] প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬
[২০] যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

পৌরসভায় ভোটগ্রহণ ব্যাপকভাবে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও সহিংস ঘটনা ঘটার সময় অনেক জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকলেও সেইসব জায়গায় তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ছিল দৃশ্যমান এবং অনেক জায়গাতেই তাঁদেরকে সরকার সমর্থকদের সহায়তা করতে দেখা গেছে। এমনকি প্রিজাইডিং অফিসারকেও ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীর পক্ষে সিল মারতে দেখা গেছে। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটার পরও নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনতো করেইনি বরং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করেছে।

পৌরসভা ভিত্তিক সংগৃহীত নির্বাচনী তথ্য

ঠাকুরগাঁও পৌরসভা : ঠাকুরগাঁও পলিটেনিক কলেজে দুপুরে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দিতে না পেরে ফিরে যান অনেক ভোটার। কারণ প্রিজাইডিং অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান তাঁদের জানিয়ে দেন, ভোটকেন্দ্রে আর ব্যালট পেপার নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। ভোটারদের অভিযোগ, জাল ভোট দেয়ার কারণে অনেক আগেই ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যায়। ভোট দিতে আসা এক ভোটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তিনি অনেক সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ভোট নেয়া হচ্ছিল না। তিনি আরো বলেন, দুপুর আনুমানিক ২ টায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী তাহমিনা মোল্লার সমর্থকরা এসে সব ব্যালট পেপারে সিল মেরে চলে যায়। সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে না। কেউ কেউ আবার ফিরেও যাচ্ছেন ভোট দিতে না পেরে। ওই ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান এই ব্যাপারে জানান যে, কিছু ব্যালট পেপার আলমারিতে আছে। এখনই বের করে দেবেন। কিন্তু তিনি কোনো ব্যালট পেপারই দেখাতে পারেননি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তাহমিনা মোল্লার সমর্থনে জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার পারভেজ পলক, ছাত্রলীগ নেতা মিজান, চয়ন ও যুবলীগ নেতা আব্দুল মজিদ এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সরকারি মহিলা কলেজের পুরুষ ভোটকেন্দ্রে হামলা, ব্যালট পেপার ছিনতাই আর অবৈধ সিল মারার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঠাকুরগাঁও পৌরসভার পলিটেকনিক কলেজ কেন্দ্র ও গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার সময় বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট বাধা দিলে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তাহমিনা মোল্লার সমর্থকেরা ব্যালট বাক্স নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। এই কারণে বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ৩০ মিনিট ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে।[২১]

দিনাজপুর পৌরসভা: দিনাজপুর পৌরসভার কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র ও সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রের বাইরে ২০০ গজের মধ্যে নিয়ম ভেঙ্গে ভোটারদের নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্য হুমকিসহ নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা ও ভোট কেন্দ্রের বাইরে প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আতাউর রহমান আজাদ, আওয়ামী লীগের নেতা মার্শাল ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। আদর্শ কলেজ কেন্দ্র থেকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ, ছাত্রলীগ নেতা বাপ্পী ও তাদের সহযোগীরা বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সৈয়দ জাহাংগীর আলমের সমর্থকদের মারধর করে বের করে দেয় এবং কেন্দ্রের বাইরে তাঁদের বসার টেবিল-চেয়ার ভাংচুর করে বলে অভিযোগ

[২১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2015/12/31/92713.html

পাওয়া যায়। সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভেতরে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ নেতা মার্শাল জাল ভোট দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। দিনাজপুর পৌরসভার কালিতলা ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন সেন্টারে একেএম মাসুদ নামের একজন কাউন্সিলর প্রার্থী ও তাঁর ৬ জন সমর্থককে পুলিশ আটক করলে প্রায় ১ ঘন্টা ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে। বিকেল আনুমানিক ৩টায় সুইহারী চেহেলগাজী শিক্ষা নিকেতন কেন্দ্র দখল করে ছাত্রলীগ নেতা সুজন জাল ভোট দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[২২]

দিনাজপুর পৌরসভা নির্বাচনে ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন কেন্দ্র থেকে বিএনপি সমর্থিত একজন কাউন্সিলর প্রার্থী ও তাঁর ৬ জন সমর্থককে পুলিশ আটক করে। ছবি- সংগৃহীত

কুড়িগ্রাম পৌরসভা: কুড়িগ্রাম পৌরসভার ফেরিঘাট মদিনাতুন উলুম দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের ট্যানারী পাড়া ৩ নম্বর বুথে দুপুর আনুমানিক ১টায় জাল ভোট দেয়া নিয়ে কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে হট্টগোল হয়। এই ব্যাপারে জানতে চাইলে, আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আব্দুল জলিলের পোলিং এজেন্ট আরশাদ হোসেন দীপনের হস্তক্ষেপে অন্যান্য পোলিং এজেন্টরা কোন তথ্য জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। এই কেন্দ্রের বাইরে আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জু ও বিএনপি নেতা ফারুকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। কুড়িগ্রাম সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ কেন্দ্রে পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হাসান দুলাল জাল ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপর দিকে কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রের বাইরে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রুহুল আমীন দুলাল ও তার সহযোগীরা সাধারণ ভোটারদের নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ রয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুর্শেদুল করিম ইহতেশাম জানান, জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে বিকাল সাড়ে ৩টায় কিশলয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে মনিরুল (২২) ও রানু (২৩) নামে দুজনকে আটক করা হয়।[২৩]

উলিপুর পৌরসভা: দুপুর আনুমানিক ১টায় নারিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী কায়সার (উটপাখি প্রতীক) ও নূর ইসলাম (আপেল প্রতীক) এর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে ৫ জন আহত হন।

[২২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিনাজপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ আজকের প্রতিভা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫/ দৈনিক অন্তর কণ্ঠ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[২৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ http://bangla.jnewsbd.com/?p=details&csl=162226

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর পৌরসভার নারিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। (সংগৃহীত ছবি)

বিকেল আনুমানিক ৪টায় নারিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এলাকায় আবারো সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশ ২ রাউন্ড রাবার বুলেট ছোঁড়ে। দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টায় মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আব্দুল হামিদ সরকারের সমর্থকরা একটি ব্যালট বই ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তারিক আবুল আলা চৌধুরী ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ) মনোনীত প্রার্থী এ কে এম শফিকুল ইসলাম দারা। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে এই দুটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করেন উলিপুর পৌরসভা নির্বাচনের রিটানিং অফিসার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন।[২৪]

মৌলভীবাজার পৌরসভা : সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টায় বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে হঠাৎ জটলার সৃষ্টি হয়। এই সময় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থীর কর্মীরা বাধা দেয়ায় দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ করতে গেলে সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার, এসএ টিভি'র জেলা প্রতিনিধি, বাংলানিউজ, মোহনা টিভিসহ বেশকিছু ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের ক্যামেরার ব্যাটারি কেড়ে নেয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দফায় দফায় লাঠিচার্জ ও এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। এই সময় বিএনপি'র মেয়র প্রার্থী অলিউর রহমান ওলি অভিযোগ করেন, এই কেন্দ্র থেকে তাঁদের একাধিক নির্বাচনী এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেয়া হয়েছে এবং নৌকা প্রতীকে অবাধে সিল মারা হচ্ছে। বেশকিছু ব্যালট পেপার ও সিল খোয়া যাওয়ার অভিযোগ করেছেন নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা। এছাড়া এই কেন্দ্রের ভেতরে টেবিলের নিচে ছিঁড়ে ফেলা ব্যালট পেপার পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ডা. নিরোদ চন্দ্র কেন্দ্র বন্ধ বা গোলযোগের অভিযোগের কোন জবাব দেননি। ভোট দিতে আসা ঢাকা ট্রিবিউনের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি রজত কান্তি গোস্বামী জানান, সংঘর্ষের প্রায় এক ঘণ্টা পর ভোটগ্রহণ শুরু হলে তিনি ভোট দেন। একই অবস্থা চলে টাউন সিনিয়র মাদরাসা, কাশিনাথ আলাউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, শাহ মোস্তফা কলেজ, হাফিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রসহ

[২৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ http://bangla.jnewsbd.com/?p=details&csl=162226

প্রায় সবক'টিতে। হামলার পর দীর্ঘ সময় কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকলেও প্রিজাইডিং কর্মকর্তা বা নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা সেটা স্বীকার করেননি।[২৫]

মৌলভীবাজার এর বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে টেবিলের নিচে ছিঁড়ে ফেলা ব্যালট পেপার পড়ে আছে। ছবি- সংগৃহীত

ত্রিশাল পৌরসভা: দুপুরের পর উপজেলা পরিষদের সামনে নজরুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কেন্দ্রের কাছে তিনবার হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলে পুরো এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ভোটার তখন ভোট না দিয়েই ফিরে যান। ভোটে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে সকালে পুলিশ আলী আকবর ভূঁইয়া কেন্দ্রের সামনে থেকে ত্রিশাল উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামকে আটক করে। আলী আকবর ভূঁইয়া কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষের আগ মুহূর্তে ২০০টি ব্যালট পেপারের মুড়ি ছিনতাই হয় বলে জানান ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মুসলেম মোল্লা। ১নং ওয়ার্ডের দুখুমিয়া বিদ্যানিকেতন কেন্দ্রে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং বিএনপি'র নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করা হয়। এই সময় ত্রিশাল সদর ইউনিয়ন বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক সুরুজ আলী, পৌর বিএনপির সদস্য আব্দুল কাদের মোল্লা ও ইউনিয়ন যুবদল নেতা মনির হোসেন আহত হন।[২৬]

ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা: আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী হাবিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী নারকেল প্রতীকের মেয়র প্রার্থী আব্দুস সাত্তার এর সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ও ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি মিছিল করে ও ভোট দিতে যাওয়া ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করে প্রায় সবগুলো কেন্দ্রেই। এছাড়া ধামদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা ও নারকেল প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।[২৭]

ভূঞাপুর পৌরসভা : সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টায় পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের বাহাদীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মাসুদুল হক মাসুদের সমর্থকরা জালভোট দেয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারিকুল ইসলাম চঞ্চলের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় তারিকুল ইসলাম চঞ্চল আহত হন।

---

[২৫] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলভীবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / http://www.mzamin.com/details.php?mzamin=MTA4NTMz&s=Ng==

[২৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও নয়া দিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর পৌরসভায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী তারিকুল ইসলাম চঞ্চল, ভোটগ্রহণের সময় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকের আক্রমণে আহত। (সংগৃহীত ছবি)

সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টায় ১নং ওয়ার্ড কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা। সকাল আনুমানিক ১০টায় ৪নং ওয়ার্ডের ভূঞাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুই কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক তরফদার ও আরিফুল ইসলাম রুবেল তরফদারের সমর্থকদের মধ্যে জালভোট দেয়া নিয়ে সংঘর্ষ হলে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সাহিনুল ইসলাম তরফদার বাদলসহ দুইপক্ষের ৬ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৯ রাউন্ড শর্টগানের ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টায় নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ৮নং ওয়ার্ডের ভূঞাপুর পাইলট বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি এডভোকেট লুৎফর রহমান ভোলাসহ ৪ জনকে পিটিয়ে আহত করে। দুপুর আনুমানিক ২ টায় ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকার সমর্থকরা ৪৪টি ব্যালট পেপার ছিনতাই করে। এই সময় পুলিশ ৫ রাউন্ড শর্টগানের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কেন্দ্রভিত্তিক ভোট গণনায় ১০টি কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আব্দুল খালেক মন্ডল আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী মাসুদুল হক মাসুদের চেয়ে মোট ৯ ভোট বেশি পান। এই সময় মাসুদুল হক মাসুদের নেতৃত্বে ৪নং ওয়ার্ডের ভূঞাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান খানের সহায়তায় মাসুদুল হক মাসুদের পক্ষে ৩০০ ভোট বেশি দেখানো হয়। ফলাফল ঘোষণার পর কেন্দ্রে ফলাফল জমা দেয়ার সময় লুৎফর রহমান খান ব্যালট পেপারের হিসাব দিতে পারেননি। পরে তিনি কেন্দ্রে বসে থেকে নতুন করে ব্যালট পেপারের হিসাব তৈরি করে সেটা জমা দেন।[২৮]

[২৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ নয়া দিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ ও মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

ভূঞাপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুলিশের ধাওয়া ও লাঠিচার্জ। (সংগৃহীত ছবি)

টাঙ্গাইল পৌরসভা: এই পৌরসভায় ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে স্থানীয় প্রশাসন। এর মধ্যে ১২ কেন্দ্রের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যায়। এখানে দায়িত্বরত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আনেন বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকরা। এই কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টরা অভিযোগ করেন সংরক্ষিত মহিলা এমপি মনোয়ারা বেগমের মেয়ে রুমা আক্তার নিজে বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, পাতুলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রসহ কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে এইসব কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সরিয়ে দেয়।[২৯]

নরসিংদী পৌরসভা: নরসিংদী পৌরসভার মোট ৩৪টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে বেশীরভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা দখল করে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টদের পিটিয়ে বের করে দিয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে দেয়। ব্রাহ্মন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মন্দী কেকেএম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা সকাল আনুমানিক ১০টার মধ্যে ব্যালট পেপার নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে দেয়। বৌয়াকুড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক নূরে আলম (৩০) গুলিবিদ্ধ হন।[৩০] বীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে না পেরে কয়েক শ' ভোটার বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।[৩১]

মাধবদী পৌরসভা: পৌরসভার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে মাধবদী মহাবিদ্যালয়, ফজলুল করিম মাষ্টার কিন্ডারগার্টেন স্কুল, চর ইবতেদিয়া মাদ্রাসা, উইডম প্রিপারেটরি স্কুল ও নূরে আলম ভূঁইয়া কিন্ডারগার্টেন কেন্দ্র সকালেই দখল করে নৌকা প্রতীকে সিল মারে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী মোশারফ হোসেনের সমর্থকরা। কয়েকটি কেন্দ্রের ব্যালট ছিনিয়ে বাইরে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এই ছয়টি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করা হয় এবং এই পৌরসভার নির্বাচন বাতিল করা হয়।[৩২]

---

[২৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩০] নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
[৩১] যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
[৩২] প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

শ্রীপুর পৌরসভা: সকাল আনুমানিক ৯টার পর বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী শহিদুল্লাহ শহিদ এর এজেন্টকে কেওয়া তমির উদ্দিন আলিম মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা। এরপর কেন্দ্রটি আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জাল ভোট দেয়। এছাড়া মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়-২ (মুক্তিযোদ্ধা একাডেমিক ভবন নীচতলা কেওয়া পশ্চিম খ-) কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়া হয়। ওই কেন্দ্রে ব্যালট পেপারের মুড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় (৪৭৯৫৫নং থেকে ৪৮০০০ নং) ৪৫টি ব্যালট পেপারের মুড়ির অংশে সহকারি প্রিসাইডিং অফিসারের কোন স্বাক্ষর নেই। পরে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওই ৪৫টি ভোট বাতিল করে দেন।[৩৩]

ধামরাই পৌরসভা: ভোট শুরুর দিকে নির্বাচনের পরিবেশ সন্তোষজনক থাকলেও দুপুরের পরেই ৯টি ওয়ার্ডের ২০টি কেন্দ্র দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা। এই সময় প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সামনে জাল ভোট দেয় সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকরা।[৩৪]

সোনারগাঁ পৌরসভা: সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯টায় জালভোটের অভিযোগে তামীমুল কোরআন মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে নৌকার সমর্থক ৭জনকে আটক করা হয়। দুপুরের পর ভট্টপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকার লোকজন জাল ভোট দেয়া শুরু করে। এই সময় অনেকেই ভোট না দিয়ে ফিরে যান। চরম বিশৃংখলার মধ্যে ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার পলাশ কুমার সাহা প্রায় ১৫ মিনিট ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখেন বলে জানান। দুপুর আনুমানিক সোয়া ১২টায় সোনারগাঁ পৌরসভার জি আর ইনস্টিটিউটে ৫ ও ৬নং কেন্দ্রে সোনারগাঁ উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক রফিকুল ইসলাম নান্নু ও যুগ্ম আহবায়ক আলী হায়দার যুবলীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে নৌকার পক্ষে স্লোগান দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করতে গেলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সাদেকুর রহমান ভূঁইয়ার সমর্থকদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সময় সোনারগাঁ থানার ওসি মঞ্জুর কাদের আহত হন।

সোনারগাঁয়ের পানাম এলাকায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় ব্যবহৃত ইট খ-। *(সংগৃহীত ছবি)*

[৩৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
[৩৪] যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

জি আর ইনস্টিটিউটের ভেতর ৬নং কেন্দ্রের ৩নং বুথে মহিলা ভোটার রানী আক্তার (৫০) (৬৭২০৪০৬১৫২৬৭৮) এর হাত থেকে ব্যালট কেড়ে নিয়ে ওই বুথে নৌকার পোলিং এজেন্ট শাহিন নিজেই নৌকায় ভোট দিয়ে দেয়। এই সময় ঐ ভোটার এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাঁকে হুমকি দিয়ে বের করে দেয়া হয়। বিষয়টি সাংবাদিকরা কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মো: শফিকুল ইসলামকে জানালে তিনি বলেন, "আমার কিছু করার নেই। আমি পোলিং এজেন্ট শাহিনকে তিনবার সর্তক করেছিলাম। সে না শুনলে কী করার আছে"। এরপর দুপুর আনুমানিক ১টা ২০ মিনিটে লোহার পাইপ, লাঠিসোঁটা নিয়ে কেন্দ্র দখল করতে পুনরায় হামলা চালায় নৌকা প্রতীকের লোকজন।

সোনারগাঁয়ের পানাম এলাকায় জি আর ইনস্টিটিউট কেন্দ্রের বাইরে থেকে তোলা। (সংগৃহীত ছবি)

এই সময় তারা ভোটকেন্দ্রের বাইরে ৪টি ও ভোটকেন্দ্রের ভেতর ১টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পরপর বোমার বিস্ফোরণে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এতে অল্প সময়ের জন্য ভোটগ্রহণ বন্ধ ও ভোটার উপস্থিতি কমে যায়। কেন্দ্রের ভেতরে ছোঁড়া বোমার আঘাতে রাসেল (২৮) নামে নৌকার এক সমর্থক আহত হন। বিকেল আনুমানিক পৌনে ৪টায় নৌকা প্রতীকের প্রায় অর্ধশত সমর্থক লাঠি এবং লোহার রড নিয়ে পুনরায় জি আর ইনস্টিটিউটের ভেতর ৫ ও ৬নং কেন্দ্র দখল করতে হামলা চালায়। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি যাতে আসতে না পারে সেই জন্য দুর্বৃত্তরা রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। হামলাকারীরা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর ৭টি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড শর্টগানের গুলি ছুঁড়ে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় হাতবোমার আঘাতে পুলিশের উপ-পরিদর্শক এস আই আব্দুল মালেক ও কনস্টেবল জিয়াউর রহমান আহত হন।[৩৫]

[৩৫] *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

কেন্দ্র দখল করার জন্য নৌকা প্রতীকের সমর্থকেরা তিন দফা ভোট কেন্দ্রে হামলা চালায়। এ সময় দুদফায় ১৫টি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আতঙ্কে ভোটাররা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। ছবিটি সোনারগাঁয়ের পানাম এলাকায় জি আর ইনস্টিটিউট কেন্দ্রের বাইরে থেকে তোলা। (সংগৃহীত ছবি)

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা: মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্রতিটি কেন্দ্রে পৌরসভার বাইরের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক বহিরাগত লোক ক্ষমতাসীনদলের মেয়র প্রার্থী ফয়সাল আহমেদ বিপ্লবের পক্ষে এসে ভোটার হিসেবে অবস্থান নেয় এবং জাল ভোট দেয়। সব কেন্দ্রেই সকাল আনুমানিক ৯টার পর থেকে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর নৌকা প্রতীকে প্রকাশ্যে ভোট দিতে ভোটারদের বাধ্য করা হয়। সকাল আনুমানিক ১০টায় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব শিলমন্দি এলাকার পূর্ব শিলমন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে একজন পুরুষ ভোটার যাঁর ভোটার নং ৩৯৭, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ৫৯০৪৭৯১৩৪৬৪১ তিনটি ব্যালট পেপার সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার মোঃ আবুল বাশার এর কাছ থেকে বুঝে নিয়ে এসে ভোটদান কক্ষে ঢুকতে গেলে নৌকা প্রতীকের এজেন্ট মোঃ মোকসেদুর রহমান তাঁর কাছ থেকে সিল ও ব্যালট পেপার নিয়ে নৌকা মার্কা ও নৌকা মার্কা সমর্থিত কাউন্সিলরদের প্রতীকে সিল মেরে সেগুলো বাক্সে ফেলে বলেন, "আপনার ভোট হয়ে গেছে"। ঐ একই কেন্দ্রে একজন পুরুষ ভোটার (জাতীয় পরিচয় নম্বর ৫৯০৪৭৯০০০১১৫) তাঁর ব্যালট পেপার সহকারি প্রিজাইডিং মোঃ ফয়েজুর রহমান এর কাছ থেকে বুঝে নিয়ে ভোটদান কক্ষে যাবার সময় নৌকা মার্কার এজেন্ট সোহরাব তাঁর কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের সামনে প্রকাশ্যে নৌকা মার্কায় সিল দিয়ে বলে, "বাকি ২টা ভোট কাউন্সিলর প্রার্থীদের সিল মেরে বাক্সে ফেলে দাও"। পূর্ব শিলমন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থীর সমর্থকরা দৈনিক সকালের খবর পত্রিকার মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আরাফাতুজ্জামানকে পিস্তল দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

ভোটকেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা দৈনিক সকালের খবর পত্রিকার মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও অধিকার এর সঙ্গে সংশিস্নষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আরাফাতুজ্জামানকে পিস্তল দিয়ে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। (সংগৃহীত ছবি)

সকাল আনুমানিক ১১টায় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার হাটলক্ষীগঞ্জ ও ইদ্রাকপুর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফয়সাল আহমেদ বিপ্লব ও কাউন্সিলর প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য মৃনাল কান্তি দাসের সমর্থক মকবুল হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াসহ গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। দুপুর আনুমানিক ১টায় মুন্সীগঞ্জ বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, বহিরাগতরা লাইন দিয়ে জাল ভোট দিচ্ছে এবং আসল ভোটারদের বুথের ভিতরে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীকে প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।[৩৬]

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার হাটলক্ষিগঞ্জ ও ইদ্রাকপুর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনিত মেয়র প্রার্থী ফয়সাল আহমেদ বিপস্নব ও কাউন্সিলর প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের স্থানীয় সংসদ সদস্য মৃনাল কান্তি দাসের সমর্থক মকবুল হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সহ গুলি বিনিময়ের ঘটনার সময় একজন অস্ত্রধারী যুবক। (সংগৃহীত ছবি)

মতলব পৌরসভা: সকাল আনুমানিক সোয়া ৮টায় মতলবগঞ্জ জেবি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল। ভোটাররা বুথের সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে ডিউটিরত পুলিশের এসআই জিন্নাহ জানান, তিনি এসেছেন রাঙ্গামাটি থেকে। এখানে কাউকে তিনি চিনেন না। তাই ভোট কারচুপির কোন সুযোগ নাই। কিন্তু এক ঘন্টা পর ওই কেন্দ্রটি পুলিশ ও সাংবাদিকদের সামনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র

[৩৬] দৈনিক সকালের খবর পত্রিকার মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও নয়া দিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রার্থীর সমর্থকরা দখল করে নেয়। এবার এসআই জিন্নাহ জানান, প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ আছে, এই ব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নাই।[৩৭]

রামগতি পৌরসভা: লক্ষীপুরের রামগতি পৌরসভায় শুরুতে ভোটগ্রহণ শান্তিপুর্ণ থাকলেও সকাল আনুমানিক ১০টা থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মেজবাহ উদ্দিন মেজুর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যায়। সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, সকাল আনুমানিক ১০টায় আলেকজান্ডার পাইলট বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্র, সকাল আনুমানিক ১১টায় মধ্যচর আব্দুল্লাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও আনুমানিক সাড়ে ১১টায় চর সেকেন্দার শফিক একাডেমি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা প্রবেশ করে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। ওইসব পোলিং এজেন্টরা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টরা ভোটারদের প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করছে। তাঁরা এর প্রতিবাদ করায় কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। দুপুর আনুমানিক ১টায় আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শাহেদ আলী পটু ও জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আজাদ উদ্দিন চৌধুরী।[৩৮]

চৌমুহনী পৌরসভা: ভোটগ্রহণ শুরু হবার একঘন্টা পর আনুমানিক সকাল ৯টা থেকেই চৌমুহনীর ২০টি ভোটকেন্দ্রের সবকটি কেন্দ্র দখল করে নিয়ে পুলিশ ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় জাল ভোট দেয়া শুরু করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আক্তার হোসেন ফয়সালের সমর্থকরা। ভোটকেন্দ্র দখল, কারচুপি, ব্যালটবক্স ছিনতাই ও সহিংসতার অভিযোগে নোয়াখালীর চৌমুহনী পৌরসভার ২০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১০টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়। স্থগিত ভোট কেন্দ্রগুলো হলো-উত্তর নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর নাজিরপুর নূরানী মাদ্রাসা, বেগমগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল, গনিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌমুহনী সরকারি এসএ কলেজ (পুরুষ), চৌমুহনী এসএ কলেজ (মহিলা), নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্যম করিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুরুষ), মধ্যম করিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (মহিলা)। এর মধ্যে গনিপুর কেন্দ্রে, উত্তর নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে, উত্তর নাজিরপুর নূরানী মাদ্রাসা কেন্দ্রে, বেগমগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ও হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোটে বাধা দেয়ায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উত্তর নাজিরপুর গ্রামের ভোটার ও বিএনপি কর্মী সালাহ উদ্দিন, মজিবল হক ও বাবলু মিয়া অভিযোগ করেন, নাজিরপুর নুরানী মাদ্রাসা কেন্দ্রে জাল ভোটে বাধা দিলে পুলিশের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাঁদের বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। ওই এলাকার বাবুল নামের এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনে এসব ঘটনার ভিডিও করলে পুলিশ তাঁকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করে এবং তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। দুপুরের পর চৌমুহনী পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় সড়কের পাশে, পুকুরপাড়ে, কবরস্থানসহ বিভিন্ন জায়গায় মুড়িসহ ব্যালট পেপার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া সকাল আনুমানিক ১০টায় মধ্যম করিমপুর কেন্দ্রের ৪নং বুথ থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা ভোট দেয়ার জন্য যে সিল ব্যবহার করা হয়, তা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩৯]

---

[৩৭] মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[৩৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ মানবকণ্ঠ অনলাইন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

[৩৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

নোয়াখালীর চৌমুহনী পৌরসভার গোয়াবাড়ীয়া সড়কের পাশে ব্যালট পেপার পড়ে থাকার দৃশ্য। (সংগৃহীত ছবি)

নোয়াখালীর চৌমুহনী পৌরসভার বিভিন্ন ডোবা, ও ডাস্টবিনের পাশে ব্যালট পেপার পড়ে থাকার দৃশ্য। (সংগৃহীত ছবি)

সন্দ্বীপ পৌরসভা: সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টায় ৩৪নং বাউরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দীনবন্ধু মোস্তাফিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে লাঠিসোঁটা নিয়ে অবস্থান নেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জাফর উল্লাহ টিটুর সমর্থকরা। বিএনপি সমর্থিত ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগে বিএনপি সমর্থিতদের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সকাল আনুমানিক ১০টায় খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসার দুটি কেন্দ্র থেকে বিএনপি প্রার্থীর এজেন্টকে বের করে দেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা। নির্বাচনের শুরুতে ২/১টি কেন্দ্রে বিএনপি'র নির্বাচনী এজেন্ট থাকলেও আনুমানিক ১০টার পর কোন কেন্দ্রে বিএনপি'র এজেন্ট দেখা যায়নি। সকাল আনুমানিক ৯টার আগেই অধিকাংশ ভোটকেন্দ্র দখল করে সরকার সমর্থক বহিরাগতদের নৌকা মার্কায় সিল মারার অভিযোগ করে ১০.৪৫ টায় ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন বিএনপি মনোনীত প্রাথী আজমত আলী বাহাদুর।[৪০]

[৪০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ মানবকণ্ঠ, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

চন্দনাইশ পৌরসভা: সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ আরম্ভ হবার কথা থাকলেও সকাল আনুমানিক ৭ টায় ৮/৯ টি ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মেরে বাক্সে ঢোকাতে শুরু করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহাবুবুল আলম খোকার সমর্থকরা। সকাল আনুমানিক ৯.৪৫ টায় ব্যাপক ভোট কারচুপির জন্য ৯নং ওয়ার্ডের গাছবাড়িয়া এনজি উচ্চ বিদ্যালয়, আসলাতুন চৌধুরী ফোরকানিয়া মাদরাসা এবং ১ নং ওয়ার্ডের উত্তর বদুরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করেন রিটার্নিং অফিসার। সকাল আনুমানিক ১০টায় ১নং ওয়ার্ডের উত্তর বদুরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হারলা সমবায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের বাইরে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী মাহাবুবুল আলম খোকার সমর্থকদের সঙ্গে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আইয়ুব কুতুবির সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ সেখানে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং প্রায় ১০০ রাউন্ড ফাকা গুলি ছোঁড়ে। এই সময় দুইপক্ষের ২৩ জনকে আটক করা হয়।[৪১]

রাউজান পৌরসভা: পৌরসভার অন্তত ১০টি কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী দেবাশীষ পালিতের পক্ষে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বহিরাগতরা একচেটিয়াভাবে জাল ভোট দিচ্ছে। গহিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্রালয়, গহিরা ইউনুস সুফিয়া হাইস্কুল, গহিরা হাইস্কুল, সুলতানপুর হাইস্কুল, নন্দীপাড়া হাইস্কুল, রাউজান কলেজ কেন্দ্র সকাল আনুমানিক ১১টার আগে দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী দেবাশীষ পালিতের সমর্থকরা।[৪২]

ভোলা পৌরসভা: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ভোলার সদর পৌরসভার আলীয়া মাদ্রাসা, মধ্য চরনোয়াবাদ সরকারি বিদ্যালয়, টাউন কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, জামেয়া ইসলামীয়া মোহাম্মাদীয়া মাদ্রাসাসহ ৮টি কেন্দ্র ঘুরে অনেককে জাল ভোট দিতে দেখা যায়। ভোলা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী হেলাল উদ্দিন (উটপাখি) বলেন, তিনি ভোট দিতে গিয়ে দেখেন তাঁর ভোট অন্য কেউ দিয়ে গেছে। তাঁর পক্ষের এজেন্টকে বের করে দিয়ে প্রতিপক্ষের লোকেরা সিল মেরেছে। তবে প্রতিপক্ষের কাউন্সিলর প্রার্থী আতিকুর রহমান সিল মারার অভিযোগ অস্বীকার করেন। ভোলা পৌরসভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী আতাউর রহমান মোমতাজী দুপুর দেড়টার সময় রিটানিং কর্মকর্তা সুব্রত কুমার শিকদারের কাছে লিখিতভাবে ভোট বর্জন করার ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর লোকজন ব্যাপকভাবে সিল মেরেছে। তাই তিনি রিটানিং কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অভিযোগ দিয়ে ভোট বর্জন করছেন। ভোলা সদর পৌরসভায় বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী জেলা বিএনপি'র যুগ্ম-সম্পাদক হারুন অর রশিদ এর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট জেলা বিএনপি'র জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম খাঁন সংবাদ সম্মেলন করে এবং রিটানিং কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ভোটগ্রহণ স্থগিতের দাবি জানান।[৪৩]

বোরহানউদ্দিন পৌরসভা: বোরহানউদ্দিন পৌরসভায় আইডিয়াল স্কুল, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়, আব্দুল জব্বার মহাবিদ্যালয়, পৌরসভা প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৬টি কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় ভোটারদের উপস্থিতি রয়েছে। তবে এইসব কেন্দ্রে অনেককে জাল ভোট দিতে দেখা যায়। এই পৌরসভার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বহিরাগত ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের

[৪১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ মানবকণ্ঠ অনলাইন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫/মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[৪২] মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[৪৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / http://www.lalmohanbdnews.com/2312

পৌরসভা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীর নামে এক বহিরাগত ভোটার জাল ভোট দিতে গেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবুল বাশার দুই মাসের জেল দেন তাকে। একই কেন্দ্রে রাজুবিবি (৪৫) নামে এক মহিলাকে জাল ভোট দেয়ার কারণে আটক করে পুলিশ। ছমিরুননেছা নামে আরেক জাল ভোটারকে পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়। বোরহানউদ্দিন পৌরসভায় বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী পৌর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান কবির সংবাদ সম্মেলন করে এবং রিটানিং কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখার দাবি জানান। তিনি অভিযোগে বলেন, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকরা তাঁদের প্রায় সব কেন্দ্রের এজেন্টদের সকাল সাড়ে ৮টায় ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। পরে ভোটাররা ভোট দিতে গেলে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে তাদের ভোট নৌকায় দিয়ে দেয়া হয়েছে ।[৪৪]

কলাপাড়া পৌরসভা : কলাপাড়া পৌরসভার ৯টি কেন্দ্রর মধ্যে ৮টি কেন্দ্রের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে খেপুপাড়া মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, কলাপাড়া মহিলা ডিগ্রী কলেজ, রহমতপুর কেজিএ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খেপুপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাজেন্দ্র প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, খেপুপাড়া নেছার উদ্দিন ফাযিল মাদ্রাসা কেন্দ্র ও মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র।

পটুয়াখালী কলাপাড়া মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ কেন্দ্র দখলের পর নৌকা সমর্থক একজন প্রিজাইডিং অফিসারের রম্নম থেকে দুইটি বই নিয়ে বুথে যাচ্ছে। ছবি- সংগৃহীত

মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে সকাল ৯টায় তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা যায়, র‍্যাব, বিজিবি, আর্মড পুলিশ, পুলিশ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি ভ্রাম্যমান আদালত দাঁড়িয়ে আছে। ভোট কেন্দ্রের সামনে শতশত নারী-পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ভোট দেয়ার অপেক্ষায়। এই সময় জেলা শহর পটুয়াখালী থেকে আসা সাংবাদিকদের একটি দলও সেখানে উপস্থিত ছিল। এর মধ্যেই ওই কেন্দ্রের ২ নম্বর বুথে নৌকা মার্কার এজেন্ট মো: কামাল ব্যাপারী ভোটারদের হাত থেকে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে ব্যালটে সিল মারে এবং ওই বুথের সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার জিএম নজরুল ইসলাম ভোটারদের ভয়ভীতি দেখায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এরই মধ্যে ওই কেন্দ্রে ২০ মিনিট অবস্থান করে চলে যায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব সদস্য। তারা কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাবার প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভোটারদের ধাওয়া করে নৌকা মার্কার সমর্থকরা। দীর্ঘলাইন ভেঙে ভোটাররা ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটোছুটি শুরু করেন। এই সময় নৌকা মার্কার সমর্থকরা অন্য দলের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়। তখন

[৪৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / http://www.lalmohanbdnews.com/2312

পোলিং এজেন্টরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে তাঁদের মারধর করা হয়। ভোটকেন্দ্র দখলের সময় নাজমা বেগম নামের এক ভোটার বুথে ভোট দেয়ার জন্য প্রবেশ করলে তাঁকে নৌকার সমর্থকরা বের করে দেয়। কয়েকজন নারী ভোটার এর প্রতিবাদ করলে তাঁদেরও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

পটুয়াখালীর মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ কেন্দ্র থেকে মহিলা ভোটারদের বের করে দেয়া হচ্ছে। ছবি- সংগৃহীত

এরপর ওই কেন্দ্রটি দখলে নেয় নৌকা মার্কার সমর্থকরা। তখন কেন্দ্র থেকে সাংবাদিকদের বের করে দেয়া হয়। কেন্দ্র দখলের ছবি তুলতে যাবার কারণে চ্যানেল আই এর পটুয়াখালী জেলা প্রতিনিধি এনায়েতুর রহমানকে টানা হেঁচড়া করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। এরপর প্রিজাইডিং অফিসার জিএম নজরুল ইসলাম এর রুমে নৌকা সমর্থকরা প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে ব্যালটে সিল মারে। এই সময় আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল সব ফোর্স ভোটকেন্দ্রের ধারেকাছেও আসেনি। আনুমানিক আধাঘন্টা পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন আবার ফিরে আসলেও কেন্দ্রের দখল ছাড়েনি নৌকার সমর্থকরা। এই সময় কেন্দ্রের বাইরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে বুথের ভেতরে সিল মারার ঘটনা চলতে থাকে।

পটুয়াখালী কলাপাড়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের খেপুপাড়া নেছার উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের দুই নম্বর বুথে নৌকা সমর্থক ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর পড়ো টেবিলে রাখা ব্যালটে ওপর সিল মারা হচ্ছে। ছবি- সংগৃহীত

নৌকা সমর্থকদের ধাওয়া খেয়ে ভোট দিতে না পেরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় সাহিদা আক্তার নামের এক ভোটার বলেন, "ভোটের নামে আমাদের সঙ্গে তামাশা করা হয়েছে। আমি ভোট দিতে পারি নাই। কিন্তু আমি ভোট দিতে চাই"। মো: সফিকুল হাওলাদার নামের আরেক ভোটার নৌকা সমর্থকদের ধাওয়া খেয়ে বলেন,

"আমাদেরকে বললেই হতো আমরা তাহলে কাজ-কাম ফালাইয়া ভোট কেন্দ্রে আসতাম না"। এই সময় ৯ নম্বর কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা প্রিজাইডিং অফিসার সুমন চন্দ্র দেবনাথ জানান, "কোন অনিয়ম হচ্ছে না, ভোট সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে"। এরপর সকাল আনুমানিক ১০টায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের উপজেলা প্রাণীসম্পদ ওয়ার্ড কেন্দ্রে সাংবাদিক বহনকারী একটি মাইক্রোবাস যাওয়ার সাথে সাথে জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ সাংবাদিকদের দেখে এখানে না দাড়িয়ে ৭ নম্বর কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলে, "এই কেন্দ্রের ভোট হয়ে গেছে"। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কেন্দ্র খেপুপাড়া নেছারুদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের দুই নম্বর বুথে টেবিলে রাখা ব্যালটে নৌকা প্রতীক ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর পাঞ্জাবী প্রতীকে সিল মারতে দেখা যায়।

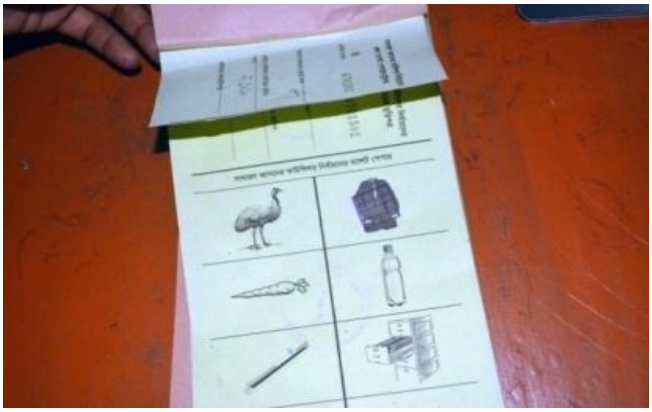

পটুয়াখালী কলাপাড়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নেছার উদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের তিন নম্বর বুথে আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর পাঞ্জাবী প্রতীকে সিল মারা ব্যালট পাওয়া যায়। ছবি- সংগৃহীত

এই সময় নুরুল হক নামে একজন ভোটার ভোট দিতে এসে ফিরে যান। তিনি বলেন, "আজব ভোট। সাংবাদিক ভাইরা আপনারা এমন ভোট কখনও দেখেছেন"? এইভাবে পর্যায়ক্রমে বাকি ৮টি ভোটকেন্দ্র একইভাবে দখল করে নেয় নৌকা সর্মথকরা।[৪৫]

কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের পাঞ্জুপাড়া ভোটকেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও ভাংচুরকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয় বলে জানা গেছে। এই সময় প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপি'র কর্মী ও পোলিং এজেন্ট শিরীন বেগম, হাবিবুর রহমান ও শাহীনসহ সাতজন আহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। নির্বাচন কমিশন সহিংসতা এড়াতে পাঞ্জুপাড়া কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পৌরসভায় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আব্দুল বারেক মোল্লার বিরুদ্ধে ভোট ডাকাতির অভিযোগ আনেন জাপা'র মেয়র প্রার্থী আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। তিনি সংবাদ সম্মেলন করে পুনঃভোটগ্রহণের দাবি জানান। এই ব্যাপারে কুয়াকাটা পৌরসভার রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. নাজমুল কবির জানান, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে পাঞ্জুপাড়া ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৪৬]

---

[৪৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / http://www.mzamin.com/details.php?mzamin=MTA4NTA2&s=Ng==

[৪৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / http://www.fns24.com/details.php?nssl=64f27c764bcdcb67b721b6c797fdbdb8&nttl=3012201559676#.VpcxL_lTLIU

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার ৮ নম্বর পাঞ্জুপাড়া ভোটকেন্দ্রে হামলা করে ব্যালট বাক্স ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা। ছবি- সংগৃহীত

নড়াইল পৌরসভা: সকাল ৮টায় শান্তিপুর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও সাড়ে ১০টা থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশাসনের সহায়তায় সরকারদলীয় প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্র দখল ও জাল ভোট প্রদানের অভিযোগ তোলেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। সকাল আনুমানিক ১১টায় নড়াইল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে থেকে আওয়ামী লীগের একজন, ওয়ার্কাস পার্টির প্রার্থীর একজন ও দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর আরো দুই এজেন্টকে কেন্দ্রের ভেতরে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে আটক করে ৬ মাসের কারাদ- দেয় ভ্রাম্যমান আদালত। একই সময়ে মাছিমদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে দুই জন এবং রূপগঞ্জ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আরো এক জন আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে আটক করে ৬ মাসের কারাদ- দেয় ভ্রাম্যমান আদালত। বেলা আনুমানিক ২টায় ররাশুলা শিশুসদন কমপ্লেক্স কেন্দ্র, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, ডুমুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল করে ব্যাপকভাবে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রগুলোতে বেলা দুইটার পর কাউন্সিলর পদের ভোটগ্রহণ চললেও মেয়র পদের কোন ব্যালট অবশিষ্ট ছিলো না। বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস ভোট বর্জন করার ঘোষণা দেন।[৪৭]

কালিয়া পৌরসভা: নির্বাচনের দিন সকাল ৬টা থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া ও ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখাতে কেন্দ্রের বাইরে সহিংসতার অভিযোগ ওঠে। ভোর আনুমানিক সাড়ে ৬টায় পূর্ব কালিয়ায় হট্টগোল ও ৮/১০ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সকাল ৮টায় ভোট শুরু হবার কিছু পরে পূর্ব কালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঢুকে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর নেতাকর্মীরা। এই সময় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করতে ২/৩ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে দুবৃর্ত্তরা। একপর্যায়ে ভ্রাম্যমান আদালত সেখানে অভিযান চালিয়ে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে দুই জনকে আটক করে ৬ মাসের কারাদ- দেয়। জাল ভোটের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চলাকালে আওয়ামী লীগের

[৪৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নড়াইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ (অনলাইন)

কর্মী-সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ওই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হয়। সকাল আনুমানিক ৯ টায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান মিলু সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। সকাল আনুমানিক ১০টায় কালিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার প্রতিবাদ করায় আওয়ামী লীগ মনোনীত ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর এজেন্ট আহত হন। সংঘর্ষের কারণে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত একঘন্টা এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকে। বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৩টায় এই পৌরসভায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান হীরা সংবাদ সম্মেলন করে সরকারদলীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য কবীরুল হক মুক্তির বিরুদ্ধে দলের বিদ্রোহী প্রার্থীকে মদদ দেয়াসহ তার পক্ষে ভোট কারচুপি করার অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জন করেন।[৪৮]

যশোর পৌরসভা: সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও যশোর সদর পৌরসভার জেলা স্কুল, সরকারি এম এম কলেজ কেন্দ্র, রায়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেল স্টেশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বারান্দীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর ইন্সটিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আব্দুস সামাদ মেমোরিয়াল, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু কেন্দ্র সকাল ৭টা থেকেই দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকরা। সকাল ৮টায় সরকারি এম এম কলেজ কেন্দ্র, সেবাসংঘ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্রাসা, বারান্দীপাড়া মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যালট বোঝাই বাক্স উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে এসব কেন্দ্রে রাতেই ব্যালটে সিল মেরে বাক্স বোঝাই করা হয়। সকালে ভোটগ্রহণের আগেই এসব কেন্দ্র থেকে বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থীর কর্মী এজেন্টদের বের করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ করেন জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু। সরকারি এম এম কলেজ কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের কক্ষ থেকে ব্যালট পেপার বোঝাই ভোটের বাক্স নিয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসাররা ৩টি বুথে যাওয়ার সময় তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি। বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টায় বুথ দখলকে কেন্দ্র করে শহরের শংকরপুর এলাকার শংকরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোলাম হোসেন প্যাটেল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলহাজ মতিউর রহমান আলিম মাদ্রাসা ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ব্যাপক সহিংসতার কারণে ওই কেন্দ্র ৩টিতে ১ ঘন্টার জন্য ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১টায় সরকারি এমএম কলেজ, ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক কলেজ, সেবাসংঘ বালিকা বিদ্যালয়, ইন্সটিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সদর পৌরসভার বেশ কিছু ভোটকেন্দ্রে সরবরাহকৃত ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ায় ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জাল ভোটের প্রতিবাদ করায় যশোর জেলা স্কুল থেকে বিএনপি'র মেয়র প্রার্থীর নারী এজেন্ট রুমানা ও যশোর এমএসটিপি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে কাউন্সিলর প্রার্থী বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মাসুমকে দুপুর আনুমানিক ১২টায় আটক করে পুলিশ।[৪৯]

[৪৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নড়াইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো অনলাইন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫/ নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

[৪৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫/ মানবজমিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

যশোর পুলিশ লাইন ভোট কেন্দ্রে ব্যালট ছিনতাইয়ের দৃশ্য -ছবি: সংগৃহীত

কোটচাঁদপুর পৌরসভা: সকাল আনুমানিক ১০টায় কোটচাঁদপুর দুধছরা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নৌকা প্রতীকে সিল মারা ৩০০ ব্যালট পেপার ও দুপুর আনুমানিক ২টায় কোটচাঁদপুর আখ সেন্টার কেন্দ্রে নৌকায় সিল মারা ৫০টি ব্যালট পেপার বাক্সে ঢোকানোর সময় উদ্ধার করে বিজিবি।[৫০]

কোটচাঁদপুর দুধছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র থেকে নৌকায় সীল মারা ব্যালট উদ্ধারের পর অন্য প্রতীকে সীল দিয়ে ব্যালট নষ্ট করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। *(সংগৃহীত ছবি)*

শৈলকুপা পৌরসভা: শৈলকুপা পৌরসভার ১৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১০টি ভোটকেন্দ্রের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে খুলনা বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোলিত মোহন ভুঁইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাউদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহী মসজিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ১৮ নং শৈলকুপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রি কলেজ, অনন্ত বাদালশো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খালকুলা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কবিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও রিসোর্ট সেন্টার কেন্দ্র। একটি কেন্দ্রেও ধানের শীষ প্রতীকের (বিএনপি) কোন এজেন্ট পাওয়া যায়নি। প্রতিটি কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকের এজেন্টরা (ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ) ভোটারদের মেয়র পদে তাঁদের সামনে ভোট দিতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ করেন সাধারণ ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। সকাল আনুমানিক ১১টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের ছেলে রাজিব হাসান কবিরপুর সিটি কলেজ ভোটকেন্দ্রে জোর করে প্রবেশ করে একটি বুথের সবকটি ব্যালটে সিল

[৫০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ আমাদের সময় ডট কম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ (অনলাইন)

মেরে বাক্সে ভরে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টায় লোলিত মোহন ভূঁইয়া স্কুল কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী নাজিম উদ্দীন ও আব্দুস সবুরের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টায় বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী খলিলুর রহমান নির্বাচন স্থগিত করে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন।[৫১]

নওহাটা পৌরসভা : ভুগরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা আনুমানিক ২টা ৪৫ মিনিট থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীর সমর্থনে নওহাটা পৌরসভা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন ও তার এক ভাগ্নে ভোটারদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করে। ভোটকেন্দ্র দখলের প্রায় ২০ মিনিট পর র‍্যাব ও বিজিবি'র সদস্যরা এসে কেন্দ্রের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখানো অব্যাহত থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[৫২]

সুজানগর পৌরসভা : চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, ভবানীপুর মধ্যপাড়া কেন্দ্র, সুজানগর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, সুজানগর এনএ কলেজ কেন্দ্র, নিওগির বনগ্রাম কেন্দ্র আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল ওহাবের সমর্থকরা দখলের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই সময় চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল ওহাব, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আযম বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র প্রার্থী (আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী) তোফাজ্জল হোসেন তোফার সমর্থকদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়।

পাবনার সুজানগর পৌরসভার চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সংঘর্ষের একটি দৃশ্য। ছবি- সংগৃহীত

এই সময় গোলাগুলি ও হাতবোমার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং ভোটাররা ভয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে দেলোয়ার নামের এক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ব্যাপারে পুলিশ ও র‍্যাব কয়েকজনকে আটক করে।[৫৩]

---

[৫১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ ইনকিলাব অনলাইন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

[৫২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ http://www.jugantor.com/old/current-news/2015/12/30/32066

পাবনার সুজানগর পৌরসভার চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে পুলিশ ও র‍্যাব কয়েকজনকে আটক করে। ছবি-সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ পৌরসভা : সিরাজগঞ্জ পৌরসভার চক কোবদাসপাড়া সরকারি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তার সমর্থকরা জাল ভোট দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক ভোটার ভোট দিতে গিয়ে দেখেন তাঁদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। সকাল আনুমানিক ১১টায় এই কেন্দ্র থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট মোকাদ্দেস আলীর চিফ নির্বাচনী এজেন্ট, এ্যাডভোকেট মীর রুহুল আমীনকে বের করে দেয়া হয়। ভোটারদের কাউন্সিলর প্রার্থীদের ভোট দেয়ার ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হলেও মেয়র প্রার্থীদের ভোট দেয়ার ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন এ্যাডভোকেট মীর রুহুল আমীন।[৫৪]

এ্যাডভোকেট মীর রুহুল আমীন ও তাঁর ভাঙচুরকৃত গাড়ি। (সংগৃহীত ছবি)

নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা

অস্বাভাবিক ভোট

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের যে ফল প্রকাশ করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০৭টি পৌরসভায় ভোট পড়েছে ৭৩ দশমিক ৯২ শতাংশ হারে। ৫টি পৌরসভায় ভোট পড়েছে ৯০ শতাংশের বেশি। ৮০ শতাংশের

[৫৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বেশি ভোট পড়েছে ৭৪টি পৌরসভায়। নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্থানীয় নির্বাচনে ভোটের এই হার অস্বাভাবিক। স্থানীয় নির্বাচনে ভোটের হার ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশের মধ্যে থাকার কথা। পৌর নির্বাচনে এতো পরিমান ভোট পড়ার নজির নেই। কারণ এই নির্বাচনে মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরের জন্য পৃথক তিনটি ব্যালট ব্যবহার করা হয়।[৫৫]

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা

নির্বাচন শেষে রাতে ভোট গণনার সময় চৌমুহনী পৌরসভার হাজিপুর ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে কাউন্সিলার প্রার্থী মাইন উদ্দিন লিটন এগিয়ে থাকার খবর কেন্দ্রের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে একদল দুবৃর্ত্ত মাইন উদ্দিন লিটন ও তাঁর সমর্থকদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। দুর্বৃত্তরা পিটিয়ে এবং কুপিয়ে আহত করে অন্তত ৫০ জনকে।[৫৬] কুমিল্লা জেলার বরুড়া পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর শালুকিয়া গ্রামের কাউন্সিলার প্রার্থী মাহফুজুর রহমান এর কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালায় একই গ্রামের কাউন্সিলর প্রার্থী আমান উল্লাহ'র কর্মী-সমর্থকরা। এই ঘটনায় কয়েক ব্যক্তি আহত হন।[৫৭]

স্থগিত কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচন

গত ১২ জানুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর পৌরসভা, মাদারীপুর জেলার কালকিনি পৌরসভার, নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভা এবং বরগুনা পৌরসভার স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্থগিত কেন্দ্রগুলোর পুনঃনির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্র দখল ও জাল ভোট দেয়া এবং হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং স্থগিত নির্বাচনে পুনরায় ১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়।

১২ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভায় পুনঃভোটগ্রহণ কেন্দ্র দখল এবং বহিরাগতদের দিয়ে জাল ভোট দেয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটিতে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য মোতায়েন থাকা ছাড়াও নির্বাচন কমিশনের আট জন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলেও কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের এই ঘটনা ঘটে। সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটায় এসপি ইনস্টিটিউট ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে আসা নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম-সচিব মিহির সারোয়ার মোর্শেদ কেন্দ্র থেকে চলে যাওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মোশাররফ হোসেন তার সমর্থকদের নিয়ে নৌকা প্রতীকের পক্ষে স্লোগান দিয়ে বুথে ঢুকে পড়ে ব্যালটে সিল মারে। বিজিবি ও র‍্যাব সদস্যদের টহলের মধ্যেই দুপুরে ছোট মাধবদী বেসরকারি মাদ্রাসা এবং ফজলুল করিম মাস্টার কিন্ডারগার্টেন ভোটকেন্দ্রের ভেতরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটায় ছোট মাধবদী বেসরকারি মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৫৮]

মাদারীপুর জেলার কালকিনি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কাষ্টগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং ৮নং ওয়ার্ডের জোনারদ্বন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর

[৫৫] মানবজমিন, ১ জানুয়ারি ২০১৬
[৫৬] মানবজমিন, ১ জানুয়ারি ২০১৬
[৫৭] মানবজমিন, ১ জানুয়ারি ২০১৬
[৫৮] প্রথম আলো ১৩ জানুয়ারি ২০১৬

সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, রাতের বেলা নৌকা প্রতীকে সিল মারার অভিযোগে গত ৩০ ডিসেম্বর এই দুই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়।[৫৯]

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার পুনঃনির্বাচনে স্থগিত ১০ কেন্দ্রে মধ্যে দক্ষিণ নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রটির ভোটগ্রহণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে স্থগিত করা হয়। এছাড়া জাল ভোট দিতে বাধা দেয়ায় তিনটি কেন্দ্রে অনেকগুলো হাতবোমা বিস্ফোণ ঘটানো হয় এবং পিটিয়ে আহত করা হয় বিএনপি'র ১০ জন কর্মী সমর্থককে।[৬০]

উপসংহার

সামরিক স্বৈরশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে যে ধরনের ভোট ডাকাতি ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ নির্বাচনকেন্দ্রিক দুর্বৃত্তায়ন চালু হয়েছিলো সেগুলোর অধিকাংশেরই অবসান ঘটেছিলো '৯০ সালের ডিসেম্বরে গণঅভূত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটিয়ে স্বচ্ছ ও জনসমর্থিত নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনের ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এক চরম সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ সংসদ নির্বাচন। এই বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ এর উপজেলা নির্বাচন এবং ২০১৫ এর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ও নির্বাচন কমিশন গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং স্থানীয় সরকারে জনগণের অংশগ্রহণকে অগ্রাহ্য করেছে। *অধিকার* মনে করে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাদের সাংবিধানিক শপথ ভঙ্গ করে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় অরাজগতার সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত। *অধিকার* মনে করে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের মাধ্যমে অবিলম্বে বাংলাদেশে এমন একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা জরুরি, যে কমিশন ক্ষমতাসীনদের মুখাপেক্ষী না হয়ে জনগণকে তাদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অবধারিত সুযোগ করে দিতে তাদের সর্বোময় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ধস নেমেছে তা থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুততম সময়ে সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত জরুরি।

[৫৯] প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬
[৬০] যুগান্তর, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬